



225410 - শাইখ ফকীহ মোল্লা আলী আল-ক্বারী (রহঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আলী বনি সুলতান মুহাম্মদ আল-ক্বারী কে? তিনি কি নরিভরযোগ্য, তাঁর থেকে কি ইলম গ্রহণ করা যাবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

তাঁর নাম হচ্ছে- আলী বনি সুলতান মুহাম্মদ। উপনাম- আবুল হাসান। উপাধি- নুরুদ্দীন। তিনি একাধারে ফকিহবদি, মুহাদ্দসি ও ক্বারী। বাসস্থানরে ববিচেনা থেকে তাঁকে হারাবী ও মক্কী বলা হয়। তিনি ‘মোল্লা আলী ক্বারী’ নামে সুপরিচিতি।

তাঁকে ক্বারী উপাধি দিয়া হয়েছে; যহেতে কুরআনরে ভিন্ ভিন্ পঠনপদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। খোরাসানরে প্রধান শহর ‘হারাত’ এর বাসিন্দা হিসেবে তাঁকে ‘হারাবী’ বলা হয়। খোরাসান বর্তমানে আফগানিস্তানরে অন্তর্ভুক্ত।

তাঁকে মক্কী বলা হয় যহেতে তিনি মক্কায় সফর করছেন, মক্কার আলমেদরে থেকে ইলম অর্জন করছেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানইে বসবাস করছেন।

তিনি ৯৩০ হিজরি সালরে দকি ‘হারাত’ শহরে জন্মগ্রহণ করছেন। সেখানইে বড় হয়েছেন, ইলম অর্জন করছেন, কুরআন শরফি মুখস্থ করছেন। তিনি শাইখ মঈন উদ্দীন বনি হাফযে যাইন উদ্দীন আল-হারাবী এর নকিট তাজবদি শিক্ষা লাভ করছেন। তিনি সমকালীন আলমেগণরে নকিট ইলমে দ্বীন অর্জন করছেন। এরপর তিনি মক্কায় চলে আসেন। মক্কাত থেকে সেখানকার আলমেগণরে নকিট দীর্ঘ ময়াদে ইলমে দ্বীন অর্জন করছেন। এভাবে ইলম অর্জনরে মাধ্যমে মশহুর আলমে পরিণত হন। তিনি হানাফি মাযহাবরে আলমে ছিলেন। তার গ্রন্থাবলি ও জীবনী থেকে সেটাই জানা যায়। হানাফি মাযহাবরে অনেকে মাসয়ালা নিয়ে তিনি বিশ্লেষণ করছেন এবং এ মাযহাবরে পক্ষে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করছেন।

তিনি দ্বীনদার, তাকওয়াবান ও সুচরিত্ররে অধিকারী হিসেবে পরিচিতি ছিলেন। নিজ হাতে কাজ করে খেতেন। তিনি ছিলেন দুনিয়ার বরিগী, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ও অল্পে তুষ্ট একজন ব্যক্তি।

মানুষরে সাথে কম মশিতনে। ইবাদত-বন্দগীতে মশগুল থাকতেন। সুন্দর হস্তাক্ষরে প্রতি বছর একটি করে কুরআন শরফি লখিতেন। লখিতি কুরআন শরফিরে পার্শ্বটীকাত কবরিআত ও তাফসরি লখিতেন। সেটি বক্রি করে যা পতেন তা দিয়ে তাঁর



বছর চলে যেতে।

তিনি মনে করতেন শাসকদের নকিটবর্তী হওয়া এবং তাদের উপটৌকন গ্রহণ করা ইখলাস ও তাকওয়ার পরপিন্থী। তিনি বলতেন: “আল্লাহ আমার পতির প্রতি রহম করুন। তিনি বলতেন: আমি চাই না যে, তুমি আলমে হও; এই আশংকায় যে, তুমি আমীর-ওমরাদের দরজায় ধরনা দবিরে।” [মরিকাতুল মাফাতিহ (১/৩৩১)]

ইলম, আমল ও নকীর কাজে ভরপুর জীবন কাটিয়ে তিনি ১০১৬ হিজরীতে মতান্তরে ১০১০ হিজরীতে মক্কাতে মৃত্যুবরণ করেন। তবে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী তিনি ১০১৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং মুয়াল্লা নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

তাঁর শক্সিকদের মধ্যে রয়েছেন-

- ইবনে হাজার আল-হাইছামী আল-ফকীহ
- আলী মুত্তাকি আল-হিন্দি
- আতযিয়া বনি আলী আল-সুলামি
- মুহাম্মদ সাঈদ আল-হানাফি আল-খোরাসানি
- আব্দুল্লাহ আল-সিন্দি
- কুতুবুদ্দিনি আল-মাক্কী

তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন-

- আব্দুল কাদরে আল-তাবারী
- আব্দুর রহমান আল-মুরশাদি
- মুহাম্মদ বনি ফাররুখ আল-মাওরাবী

লোকেরা তাঁর ভূয়শী প্রশংসা করছেন:

আল-হামাবি ‘খুলাসাতুল আছার’ গ্রন্থ (৩/১৮৫) এ বলেন:



“তিনি ইলমেরে কর্ণধার, যুগেরে অনন্য, মতামত বচিার-বশ্লিষণে অতুলনীয়, তাঁর প্রসদ্বিধি তাঁর গুণ বর্ণনার জন্য যথেষ্ট।”

আল-ইসামি ‘সামতুন নুজুম’ গ্রন্থ (৪/৪০২) এ বলেন:

“আকলি ও নকলি (বর্ণনানরিভর ও যুক্তনিরিভর) উভয় জ্ঞানেরে ভান্ডার। হাদসিে রাসূলরে পূর্ণ সুধা পানকারী। মুখস্থ শক্তি ও বোধশক্তিরে জন্য প্রসদ্বিধি ও নামকরা একজন ব্যক্তিব।”

লাখনাবি তাঁর ‘আত-তালকি আল-মুমাজ্জাদ’ গ্রন্থে বলেন:

“অত্যুজ্জ্বল ইলম ও স্বনামধন্য মর্যাদার অধিকারী”

এরপর তিনি তাঁর লখিতি বশে কিছু গ্রন্থ উল্লেখ করে বলেন:

এগুলো ছাড়াও তাঁর লখিতি আরও অগণতি পুস্তকি রয়েছে; সবগুলো মূল্যবান।

নোমানী তার ‘আল-বজিতুল মুযজাত’ নামক গ্রন্থ (পৃষ্ঠা-৩০) এ বলেন:

“তিনি ছিলিনে সমকালীন আলমেদরে মধ্যে সরো। প্রসদ্বিধি ইমাম, মহান আল্লামা। আকলি ও নকলি অনকে জ্ঞানেরে আধার ছিলিনে তিনি। হাদসি, তাফসরি, ক্বরিআত, উসুলে ফকিহ, আরবী ভাষা, ভাষাবজিঞন ও বালাগাত ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলিনে।”।

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) ও ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) কে তিনি যথায়থ মূল্যায়ন করছেন। তাঁদেরে দুজনরে উপর আরোপতি অভিযোগগুলো তিনি খণ্ডন করতনে এবং তাঁদেরে পক্ষ নিয়ে কথা বলতনে। তাঁর গ্রন্থাবলিরে অনকে স্থানে তিনি সলফে সালহেনিরে আকদি সাব্যস্ত করছেন। যদিও তাঁর গ্রন্থাবলিরে কিছু কিছু স্থানে সলফে সালহেনিরে ‘মানহাজ’ (নীতি) এর পরপিন্থী বিষয় পাওয়া যায়। সসেব ক্ষত্রে তনি হানাফি-মাতুরদি আলমেগণরে মাযহাব দ্বারা প্রভাবতি হয়ছেন। আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত আয়াতগুলোর ক্ষত্রে তনি সলফে সালহেনিদেরে পরবর্তী আলমেদরে নীতি গ্রহণ করছেন অথবা আল্লাহর গুণাবলিকে ভিন্নার্থে ব্যাখ্যা করার নীতির অনুসারী ছিলিনে। জনে রাখুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য সবার মধ্যে গ্রহণীয় ও বর্জনীয় উভয় দকি থাকবে।

দখুন: আস-শামস আল-আফগানি লখিতি ‘আল-মাতুরদিয়্যা’ (১/৩৫০), (১/৫৩৭-৩৪০)।

তাঁর প্রসদ্বিধি গ্রন্থগুলো হচ্ছে-

- তাফসরিল কুরআন



- মরিকাতুল মাফাতহি
- শারহু নুখবাতুল ফকির
- আল-ফুসুল আল-মুহম্মাহ
- শারহু মুশকলিতুল মুয়াত্তা
- বদাআতুস সালকি
- শারহুল হাসিনলি হাসনি
- শারহুল আরবায়নি নাবাবয়িয়া
- জাওউল মাআলি
- শাম্মুল আওয়ারদি ফি যাম্মরি রাওয়াফযে
- ফাইয়ুল মুয়নি
- রসিলা ফরি রাদ্দ আলা ইবনে আরাবি ফি কিতাবহি আল-ফুসুস ওয়া আলাল কায়লিনি বলি হুলুল ওয়াল ইত্তহিদ

এছাড়াও আরও অনেকে গ্রন্থ।

আরও জানতে দেখুন:

- যরিকিলি এর ‘আল-আলাম’ (৫/১২-১৩)
 - কান্দালাবি এর ‘আত-তালকি আস-সাবহি আল মশিকাতলি মাসাবহি’ (পৃষ্ঠা-৬)
 - লাখনাবি এর ‘আত-তালকিত আস-সানয়িয়াহ’ (পৃষ্ঠা ৮-৯)
 - মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আল-শামা এর ‘আল-মোল্লা আলী আল-ক্বারি ফিহিরসি মুআল্লাফাতহি ওয়ামা কুতবি
- আনহু

আল্লাহই ভাল জানেন।